মিরপুরে “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর সাতমাইল এলাকায় সংগঠনের নিজ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা: ইফতেখার মাহমুদ।

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর সাধারণ সম্পাদক মওদুদ রাজীবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, ধুবইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ খেদ আলী, উপজেলা যুবলীগ নেতা পলাশ, ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি যুব পরিষদ মিরপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক বিপুল হোসেন, সাহেবনগর এলাকার মল্লিক সমাজের প্রধান রেজাউল করিম, রাজা সরদার, মিরপুর মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেজাউর রহমান, কম্পন প্রতিবন্ধী সংস্থার সভাপতি সোহেল রানা, সরদার সমাজের প্রধান শাহাবুদ্দিন সাবা, সাব্বির জামান সাবেক মেম্বার জহুরুল ইসলাম শুকুর, সমাজসেবক আসাদুজ্জামান মামুন, রবিউল ইসলাম মাষ্টার, সমাজসেবক তাজউদ্দিন আহমেদ,“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এ বর্ধিত সভার আয়োজন করে।

মিরপুরে দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার

দায়িত্ব নিল ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ

অর্থের অভাবে সামিয়া-সাদিয়ার (দুই জমজবোন) নিজেরা প্রাইভেট পড়তে না পারলেও তারা তাদের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন নিজেরা টিউশনি করে।

নানা প্রতিকুলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এই দুইবোন গেলো বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে।

সামিয়া খাতুন ও সাদিয়া খাতুন নামের জমজ দুইবোনের বাবা আশরাফুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের হাজীপাড়ার এলাকার বাসিন্দা। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী। বাবার স্থানে যেন তার মা আসমা খাতুন শত কষ্ট করেও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে আসছিলো। এবং লেখাপড়া থেকে একচুল পিছু হটতে দেননি তিনি। কিন্তু টাকার অভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো তাদের শিক্ষাজীবন। কষ্টের কথা বলতে গিয়ে টলমল করে উঠছিল তাদের চোখ। সামিয়া খাতুন ও সাদিয়ার মতো স্কুল,কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর আট জন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা জীভন শেষ করতে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কারও বাবা ভ্যানচালক, কারো বাবা রাজমিস্ত্রী বা দিনমজুর। আবার কারও বাবা মারা গেছে। সংসারে নিত্য অভাব লেগেই আছে। যেখানে তিনবেলা খাবার জোটেনা, সেখানে পড়াশুনার চিন্তা করাটাও ছিল দূরহ ব্যাপার। তারপরও থেমে থাকেনি তারা। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন আট শিক্ষার্থীর পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছে “ইয়াসিন -মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ”।

বুধবার সকালে মিরপুর মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এসব শিক্ষার্থীদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হারুন অর রশীদ।
তিনি বলেন, এসব মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীর হয়তো পরিবারে অস্বচ্ছলতা আছে কিন্তু তারা যে মেধাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই।’ আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ’ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজেখুঁজে বের করে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিচ্ছেন এভাবেই যদিও আরও কেউ এগিয়ে আসে তাহলে হয়েতোবা

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted]